ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ক সভা

১০ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উক্ত মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের ফোকাল পার্সনদের সাথে এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধ বিষয়ক এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত সচিব এস, এম, গোলাম ফারুক-এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি।

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর গ্লোবাল ফান্ড, আরসিসি-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, স্বরাষ্ট্র, যুব ও ক্রীড়া এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত অন্যান্য সংস্থার মোট ৬১ জন ফোকাল পার্সন অংশগ্রহণ করেন। সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল, এফএইচআই ৩৬০, পায়াক্ট বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সর্বস্তরের জনসাধারণকে সচেতন করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পাঠ্যসূচিতে এইচআইভি ও এইডসের ক্ষতিকর দিক সম্পৃক্ত করেছে। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর চিফ অফ পার্টি (এইচআইভি) ডাঃ সাইমন রাসিন, শেখ মাসুদুল আলম, ন্যাশনাল এইচআইভি কর্মসূচির ডেপুটি প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক ডাঃ আনিসুর রহমান, পায়াক্ট বাংলাদেশের একেএম নাসিরুল হক, এফএইচআই ৩৬০-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও টিম লিডার কেএসএম তারিক। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বেসরকারি গণমাধ্যমে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রচারণা উদ্যোগ সভা

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে ১৯ টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মুরতুজা আহমেদ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

'সেভ দ্য চিলড্রেন' এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের এর আওতায় তথ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞাপন সংস্থা 'মাত্রা'র ম্যানেজিং পার্টনার আফজাল হোসেন, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহ্ আলমগীর, এনএএসপির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ, সেভ দ্য চিলড্রেন এর চিফ অফ পার্টি ডাঃ সাইমন রাসিন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এস এম হারুন-অর-রশিদ, এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এর উপ পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। এছাড়াও ইউএসএইড এবং এফএইচআইয়ের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন।

মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু তার বক্তব্যে বলেন, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে সবাইকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং দাতাদের অর্থের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে টেকসই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি গণমাধ্যমের উচিত এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এছাড়া বিভিন্ন হোটেলের রুমগুলোতে ঐ হোটেলের তথ্যের সাথে

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের চারটি দেশের অন্যতম যেখানে ২০০১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা ২৫ শতাংশের ও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। এসকল বাস্তবতার কারণে দেশে এইচআইভি আক্রান্তদের নির্ভুল সংখ্যা নিরূপণ ও কার্যকর সেবা প্রদান নানামুখী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

এইচআইভি ও এইডস্ সমস্যা শুধু একটি স্বাস্থ্য সমস্যা নয় এটি একটি সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা দূর করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ যুব সমাজ এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। এই লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক তার সেভ দ্য চিলড্রেন জিএফ এটিএম আরসিসি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় জাতীয় এইডস্ কমিটিতে থাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রধান এবং তাদের কর্মকর্তাদের সাথে এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধে উচ্চ পর্যায়ের এডভোকেসি সভা করছে। এরই মধ্যে স্বাস্থ্য, তথ্য, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যম কর্মীদের সাথেও উক্ত বিষয়ে সভা করা হয়েছে।

আমিক তার মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় মাদকসেবিদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পরিবারের জন্যও বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। কারণ মাদক সমস্যা এমন একটি সমস্যা যার কারণে মাদক সেবিদের পাশাপাশি তার পরিবার এর সদস্যরাও মানসিক এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান এবং তাদের সাথে পারিবারিক সভা করা হয়।এ সমস্ত পরিবারকে নিয়ে সম্প্রতি ফ্যামিলি সার্পোট গ্রুপ আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এইচআইভি ও এইডস্ এবং মাদক এর মতো আরো একটি সমস্যা হচ্ছে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার যা ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি যারা এটি ব্যবহার করে না তারাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমিক তার তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন জেলার রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে ধূমপান মুক্ত রেস্তোরাঁ শীর্ষক কর্মশালা, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয় শীর্ষক সভা, সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা ইত্যাদি।

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

৪র্থ বর্ষ ■ ১৩ সংখ্যা ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
এ. কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

(১ম পৃষ্ঠার পর (তথ্য মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি গণমাধ্যমে ...)

এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট রাখা যেতে পারে। উক্ত সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ খলিলুর রহমান ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র অধিদপ্তর, সেন্সরবোর্ড টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এবং শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে এইচআইভি ও এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২৪ অক্টোবর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং ১৯টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সঙ্গে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব এম, এ, এন সিদ্দিক।

'সেভ দ্য চিলড্রেন'-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্প-এর আওতায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ। 'সেভ দ্য চিলড্রেন'-এর এডভোকেসি ম্যানেজার মোরশেদ বিলাল খান সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

এছাড়া এনএএসপির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মঈনুদ্দিন কাজল, এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উপ পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম, কেয়ার বংলাদেশ এমফাসিস প্রোগ্রামের টিম লিডার আবু তাহের, এফএইচআই ৩৬০ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও টিম লিডার, কে এস এম তারিক সভায় বক্তব্য দেন। উক্ত সভায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, উপ-সচিব, যুগ্মসচিব, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি, তথ্য মন্ত্রণায়ের প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সভাটি সঞ্চালন করেন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মঈনুদ্দিন কাজল।

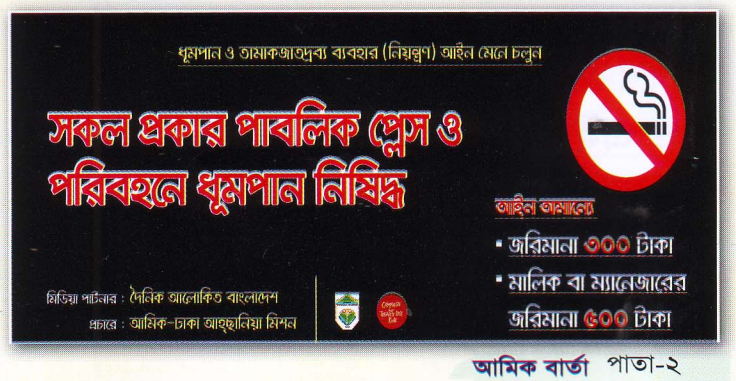

স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা

স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর সাথে ৩১ অক্টোবর এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইকবাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক) ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উক্ত সভায় 'সেভ দ্য চিলড্রেন'-এর এডভোকেসি ম্যানেজার মোরশেদ বিলাল খান সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। বাংলাদেশের এইচআইভি ও এইডস্-এর চিত্র তুলে ধরেন এনএএসপির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সিনিয়র প্রকল্প ব্যবস্থাপক অনুপ কুমার বসু বলেন, সুই-সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে মাদক ব্যবহারকারীরা এইচআইভি ও এইড্স-এর ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত। এফ এইচআই ৩৬০-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার ও টিম লিডার কে এস এম তারিক এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন।

উক্ত সভায় বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ভিডিপি প্রতিনিধি ছাড়াও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ আমির হোসেন, পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান, অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবু তালেব অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও গোয়েন্দা শাখা-এর উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ক এডভোকেসি সভা

এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধে ১৩ নভেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৯টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব নুর মোহাম্মদ।

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের এর আওতায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তব্য রাখেন এনএএসপির লাইন ডিরেক্টর ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উপ পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম। এছাড়াও ইউএসএইড এবং এফএইচআইয়ের প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব নুর মোহাম্মদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমাদের দেশ এখনো এইচআইভির জন্য নিম্ন সংক্রমণের দেশ হিসেবে বিবেচিত তথাপি আমাদের ভৌগলিক, সামাজিক এবং বিদেশ থেকে আগত প্রবাসী ইত্যাদি কারণে এইচআইভি মহামারী আকার ধারণ করতে পারে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল শাখা সংস্থা এবং জেলাভিত্তিক বিভিন্ন যুব সংগঠন বিভিন্ন ভাবে এইচআইভি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে আরো সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়গুলো এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য কেন্দ্র স্থাপন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত সকল দপ্তর, সংস্থা/সংগঠনগুলোকে এইচআইভি ও এইডস্ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রতিটি প্রশিক্ষণের সাথে এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ে একটি সেশন থাকবে। এছাড়া উক্ত অফিসে এইচআইভি ও এইডস্ তথ্য সম্বলিত একটি তথ্যকেন্দ্র খোলা হবে।

১৯ ডিসেম্বর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অসিত কুমার মুকুটমনি। সভায় মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর ডঃ মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন-এর এইচআইভি সেক্টরের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডাঃ লিমা রহমান।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন
সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

সাংবাদিকদের সাথে এডভোকেসি সভা এইডস্ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

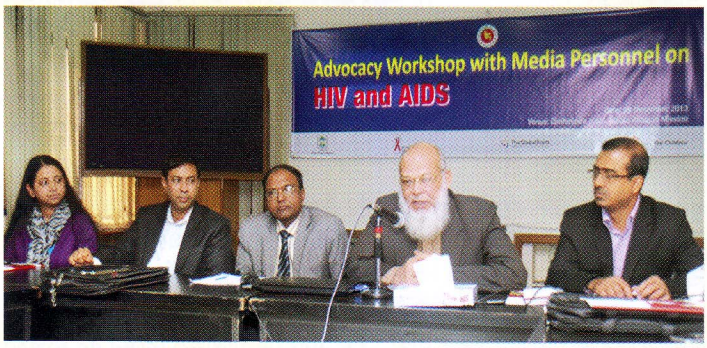

দেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার ২৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩ সালে ৩৭০ জন এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে ৮২ জন। এ বছর মোট সংক্রমণের মধ্যে পুরুষের হার ৬৩ শতাংশ। মহিলা ৩৫.৯ শতাংশ এবং ট্রান্স জেন্ডার ১.৫ শতাংশ। ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এইচআইভি ও এইডস্ সম্পর্কিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সাথে এডভোকেসি কর্মশালায় বক্তারা এ তথ্য জানান।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে এই এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'জার্নালিস্ট দ্যা মিরর' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল এইডস্/এসটিডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর ডাঃ. আব্দুল ওয়াহেদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর উপ-পরিচালক শেখ মাসুদুল আলম, সেভ দ্য চিলড্রেন এর এইচআইভি ও এইডস্-এর প্রোগ্রাম পরিচালক ডাঃ লিমা রহমান, বাংলা ভিশনের চিফ নিউজ এডিটর রুহুল আমিন রুশদ, আইসিডিডিআরবি এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক পরিতোষ কুমার দে, এবং ইউএনএইড্স-এর স্যোশাল মবিলাইজেশন ও পার্টনার এ্যাডভাইজার ড. নাদিয়া রহমান, 'সেভ দ্য চিলড্রেন' এর সিনিয়র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মৌসুমি আমিন, অনুপ কুমার বসু, যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্কস-এর সভানেত্রী জয়া সিকদার এবং বডারের সভাপতি আবদুর মান্নান খান। এ ছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

এডভোকেসি সভা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন শীর্ষক সভা

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর জিএফএটিএম আরসিসি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় এইডস/এসটিডি কমিটিতে থাকা ১৯টি মন্ত্রণালয়ে ও এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এইচআইভি ও এইডস-এর উপর সচেতনতা বিষয়ক এডভোকেসি সভা করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে এইচআইভি ও এইডস-এর ক্ষতিকর দিক ও করণীয় সর্ম্পকে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে সভাগুলো আয়োজন করা হয়।

উল্লেখিত মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে ও করণীয় সম্পর্কে ২৬ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উক্ত মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য) মোঃ শফিকুল ইসলাম লস্কর। এছাড়া সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের লাইন ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব এইডস্ দিবস উদ্‌যাপন

"এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস্ মৃত্যু নয়, একটিও আর, বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ব সবাই এই আমাদের অঙ্গীকার।" -এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস্ দিবস উদ্‌যাপন করে। উক্ত কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় এইডস্ এসটিডি কমিটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত র‍্যালি ও সেমিনারে অংশগ্রহণ। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আমিকের সহযোগিতায় মধুমিতা প্রকল্প একটি স্টল স্থাপন করে। উক্ত স্টলে আগত অতিথিদের সামনে এইচআইভি ও এইডস্ প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিচিতি তুলে ধরা হয়। এছাড়া কুইজ প্রতিযেগিতা, কুইজে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

আমিকের কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে র‍্যালি আয়োজন এবং সিভিল সার্জন কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিএমএর সভাপতি ডাঃ গোলাম মহিউদ্দিন দীপু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এবিএম শামসুদ্দীন, উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, কুমিল্লা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মুজিব রহমান। আমিক-আরবান প্রাইমারি হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, কুমিল্লা-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুলসহ কুমিল্লার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত থেকে তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া আমিক মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে "বাচঁতে হলে জানতে হবে" এই শিরোনামে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয় এইচআইভি ও এইডস্ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিশেষ নাটিকা, প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ও মানব বন্ধন। এই দিন কেন্দ্রে রোগীদের মাঝে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়।

কারাগারে এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ শীর্ষক এডভোকেসি সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আমিক বিগত ২০১০ হতে বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি এইডস, যৌনবাহিত রোগ ও মাদক প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১০ অক্টোবর মানিকগঞ্জ এবং ২৭ অক্টোবর পটুয়াখালী জেলা কারাগারে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ নভেম্বর গাজীপুর জেলা কারাগারে এইচআইভি ও এইডস্ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এডভোকেসি সভাগুলোতে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ থেকে মোট ৯৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এসব সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সিদ্ধেশ্বরী মজুমদার, সিভিল সার্জন, মানিকগঞ্জ জেলা এবং ডাঃ মদন গোপাল পাল, সিভিল সার্জন পটুয়াখালী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কারাগার দু'টির জেলার ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ। উক্ত কর্মশালায় গাজীপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার সুভাস কুমার সাহা, জেলার মোঃ বজলুর রশিদ, বিভিন্ন কারা কর্মকর্তা, কারারক্ষী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (আমিক)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কারাগারে স্বাস্থ্য সেবায় প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ

৩০ নভেম্বর কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সভাকক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় "কারাগারে এইচআইভি ও এইডস্ ও মাদক প্রতিরোধে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ" শীর্ষক কর্মশালা। কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে এবং যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কারাগারে এইচআইভি ও এইডস্, যৌনবাহিত রোগ ও মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেলার মোঃ মনির হোসেন, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ আইয়ুব আলী মিয়া, মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফাতেমা-তুজ-জোহরা। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সাফ'এর নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে গোলটেবিল বৈঠক

১১ ডিসেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত "সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন তথ্য সচিব মোর্তুজা আহমেদ। আলোচনায় তিনি বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন ২০১৩ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে। এছাড়া সভায় সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও এর বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ উঠে আসে। যেমন- তথ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ছোট ছোট পাবলিক সার্ভিস এনাউন্সমেন্ট, ফিকশন ইত্যাদি প্রচার করবে এবং আইনের বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের ছয়জন যুগ্ম সচিব, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের মহা পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সরবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর এডভোকেসি ও মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান এবং এন্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্সের খন্দকার হাসিব প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্যানেল আলোচনার পূর্বে সভার মূল বক্তব্য তুলে ধরেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক আমিনুল আহসান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (তামাক নিয়ন্ত্রণ) আজম-ই-সাদাত বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং বর্তমান আইন বাস্তবায়নের অন্তরায় বিষয় উপস্থাপন করেন ইসি বাংলাদেশের প্রকল্প সমন্বয়কারী এমদাদুল হক ভূইয়া। সভা সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:
গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,
ঢাকা: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬, ৮১৫১১১৪

তামাক নিয়ন্ত্রণে সংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

নিজে ধূমপায়ী না হয়েও পরোক্ষ ধূমপানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী ও শিশুরা। রেস্তোরাঁয় মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে হর-হামেশাই। তামাকের কারণে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। সরাসরি ধূমপানের কারণে বছরে ১২ লাখ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২ অক্টোবর আমিকের উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত হয় সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে মতবিনিময় সভা।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন মানসের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ডাঃ অরূপ রতন চৌধুরী, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কমর উদ্দিন আহম্মেদ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্সের মিডিয়া ও এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান। তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপরোক্ত ঘটনাগুলোর উপর সবাই আলোকপাত করেন এবং তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণ ও রোধের জন্য আইন প্রয়োগ এবং সচেতনতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

উপকূলবর্তী শহর পটুয়াখালীর রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

রেস্তোরাঁতে পরোক্ষ ধূমপানের হার ৪৩%। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে আমিক তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে রেস্তোরাঁগুলোতে ধূমপানমুক্ত করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আইন অনুযায়ী রেস্তোরাঁসমূহ পাবলিক প্লেস হিসাবে পরিচিত এবং রেস্তোরাঁয় ধূমপান করলে ৩০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। একই সাথে রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত না রাখার কারণে মালিক বা ম্যানেজারের জরিমানা করা হবে ৫০০ টাকা। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে পটুয়াখালীর রেস্তোরাঁসমূহকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণার জন্য ২৭ অক্টোবর ২০১৩ সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির কনফারেন্স রুমে "রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক কর্মশালা" অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ মদন গোপাল পাল, সিভিল সার্জন পটুয়াখালী। বিশেষ অতিথি ছিলেন তাইফুর রহমান, মিডিয়া এ্যান্ড এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর সিটিএফ কে, রেজাউল করিম সরকার রবিন মহাসচিব, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ হাবিবুল হেসেন আলম, আহ্বায়ক বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি পটুয়াখালী। অনুষ্ঠানে তামাক ও ধূমপানের কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, মৃত্যু ঝুঁকি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংবাদিকগণ এবং রেস্তোরাঁসমূহের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি এবং সভাপতি সম্মিলিতভাবে পটুয়াখালী শহরের রেস্তোরাঁগুলোকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেন। এসময় তাদের মাঝে রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত করার নির্দেশিকা ও ধূমপানমুক্ত রেস্তোরাঁ লেখা সাইনেজ বিতরণ করা হয়।

প্রচেষ্টার সঙ্গে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের উদ্যোগে ১৯ নভেম্বর প্রচেষ্টা আত্মসহায়তা মূলক সংগঠনের প্রধান কার্যালয়ে ফ্লাইং স্কোয়াড-এর কার্যক্রম ও উক্ত টিমের কাজের অগ্রগতি এবং করণীয় সম্পর্কে প্রচেষ্টার সাথে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রচেষ্টার সভাপতি দ্বীন মোহাম্মদ।

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন আমিক মধুমিতা সেন্টারের কমিউনিটি কাউন্সেলর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ফ্লাইং স্কোয়াড এর টিম লীডারসহ সকল সদস্যবৃন্দ। কমিউনিটি কাউন্সেলর মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, গত কোয়ার্টারে ক্লাইন্ট রেফারেল, রিকোভারি ফলোআপ, ক্লাইন্ট ভর্তি, ফ্লাইং স্কোয়াড, পরবর্তী মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি আরো বলেন, ফ্লাইং স্কোয়াড-এর সহযোগিতার মাধ্যমে ৩জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের মাদক নিরাময় চিকিৎসা প্রদান করার জন্য রেফার করা হয়েছে।

গণমাধ্যম ও সমাজ কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা

গণমাধ্যম ও সমাজ কর্মীদের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক চাঁনখারপুল মধুমিতা সেন্টারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় গণমাধ্যম কর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই মধুমিতা প্রকল্পের কেন্দ্র-ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর হোসেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূমিকা ও গত ৩ মাসের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিহিত করেন। কাউন্সিলর আমির হোসেন প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় উপস্থিত অতিথিগণ তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন, যেমন- গ্রাম-গঞ্জে বা মাঠ পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়া, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা জাগ্রত করা, পত্রিকা বিক্রেতাদের মাধ্যমে মাদক রিরোধী লিফলেট বিতরণ করা। পাশাপাশি নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক কাজ করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চিকিৎসাধীন মাদকসেবীদের সঙ্গে মধুমিতা প্রকল্পের সকল কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করা এবং কিছু উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ জীবনকে দীর্ঘায়ু করা।

ফ্যামেলি সাপোর্ট গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটি গঠন

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর (ফ্যামেলি সাপোর্ট গ্রুপ আহ্বায়ক কমিটি গঠন)

একজন মাদকাসক্ত যেমন- আসক্তির কারণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি পরিবারের সদস্যগণ আসক্ত ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্থতার শিকার হন। বেশিরভাগ চিকিৎসা ব্যবস্থায় আসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা হলেও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার (শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও সহযোগী গ্রুপ) বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ পূনঃআসক্তি প্রতিরোধে পারিবারিক কর্মসূচি অত্যন্ত জরুরি। ৮ নভেম্বর আমিক গাজীপুর চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্রে ফ্যামিলি এডুকেশন ও সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মিটিং-এর ধারাবাহিকতায় প্রায় ৫০ জন অভিভাবকের উপস্থিতিতে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ফিল্ম শো প্রদর্শন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-আমিক-এর যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার- ২-এর কাছে ঈদগাঁ মাঠে ১২ ডিসেম্বর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, বস্তিবাসী, রিক্সা ও ভ্যান চালক এবং চা দোকানদারদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি ফ্লিম শো প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। উক্ত ফ্লিম শো অনুষ্ঠানে ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন কর্মকর্তা আমেনা খাতুন। তিনি ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারি স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারি কার্যক্রম এবং যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি সবাইকে নিকটস্থ রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে যক্ষ্মার লক্ষণযুক্ত রোগী পাঠানোর জন্য আহ্বান জানান। চিকিৎসা নিলে ও নিয়মিত ওষুধ খেলে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়, তা "আনন্দ বার্তা" নাটকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

ফার্মাসিস্টদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

১৮ নভেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার-৪ এবং ২৫ জন নন-গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন ইউপিএইচসিএসডিপি জিএফএটিএম-এর মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন। সভায় তিনি ডিএনসিসি, পিএ-০৫ এর ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পিএইচসিসি-১এর ফিজিশিয়ান, ডাঃ রেহনুমা আফরিন যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। একই সাথে তিনি যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন।

এনজিও কর্মকর্তাদের সঙ্গে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ২৪ ডিসেম্বর প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার- ৫ এ উক্ত এলাকায় এইচআইভি ও এইডস্ নিয়ে কাজ করছে এমন ২টি সংস্থা। সংস্থা দুটি হলো- বাঁধন হিজরা সংস্থা ও বিডবিউ এইচ সি-এর ২৫ জন কর্মকর্তাদের নিয়ে যক্ষ্মা বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫ মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন অফিসার আমেনা খাতুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইএসপি কার্যক্রমের প্রাইমারি স্বাস্থ্য সেবা, ক্লিনিক পরিচিতি এবং সুলভ মূল্যে ডেলিভারি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ মাসুমা রহমান ফিজিশিয়ান, পিএইচসিসি- ৫ যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ এবং ডট্স, চিকিৎসা, ওষুধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন। পিএইচসিসি-৩ এর ফিজিশিয়ান ডাঃ দিলরুবা ইসলাম, টিবি এবং এইচআইভি-এর সম্পর্ক, বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা, বাচ্চাদের যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা, আইপিটি চিকিৎসা, এমডিআর টিবি নিয়ে আলোচনা করেন।

ফ্রি কিডনী ও ইউরোলজি ক্যাম্প

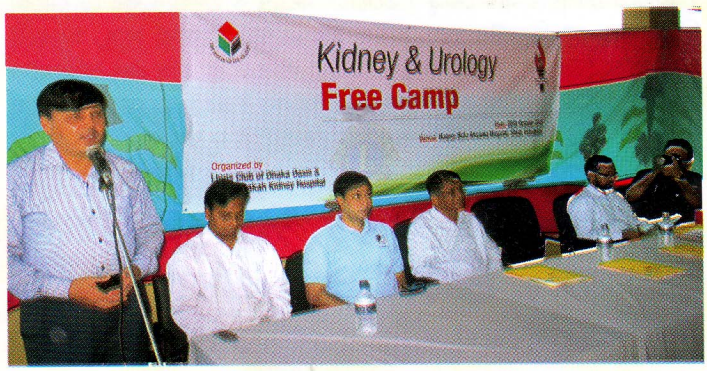

পটুয়াখালীর শিয়ালীতে অবস্থিত হক-বুলু আহ্ছানিয়া মিশন হাসপাতালে ২৬ অক্টোবর দিনব্যাপি ফ্রি কিডনী ও ইউরোলজি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করেন ইনসাফ বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল, ঢাকা ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস। হক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এ হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক অমিতাভ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ফকরুল ইসলাম। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কো-অর্ডিনেটর শেখর ব্যানার্জি।

সভায় জেলা প্রশাসক অমিতাভ সরকার বলেন, এ ধরনের বিশেষায়িত ক্যাম্প থেকে এলাকার মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা পাবে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের ক্যাম্প আয়োজনে তিনি সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। হক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এম এ হক বলেন, আমি এই হাসপাতালটি স্থাপন করেছি এলকায় উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য। এলাকার সকল মানুষ যদি সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা পায় তাহলে আমার এই উদ্যোগ স্বার্থক হবে। এই দিন ফ্রি কিডনী ও ইউরোলজি ক্যাম্প থেকে রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স এর কর্মশালায় আমিকের তিনজন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ ও ভারতের ব্লুমবার্গ পার্টনারদের যৌথ অংশগ্রহণে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে হোটেল র‍্যাডিসনে ৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্- এর আয়োজনে চারদিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রথম দিন সকল অংশগ্রহণকারী থাইল্যান্ডের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে 'থাই হেলথ ফাউন্ডেশন' পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশে ও ভারতের তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মকান্ড ও আইনের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন কর্মকৌশল, মনিটরিং এবং মিডিয়ার সম্পৃক্তকরণ নিয়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় আমিক-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্রুশিয়ার-এর মোড়ক উন্মোচন করেন ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর ডিরেক্টর অফ সাউথ ইষ্ট এশিয়া বন্দোনা শাহ, সহকারী পরিচালক ইউলান্ডা রিচার্ডসন, ও মিডিয়া ও এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান। আমিকের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল এবং শারমিন রহমান উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মোট ২৬ জন প্রতিনিধি এই কর্মশালায় অংশ নেয়।

মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "স্ক্রিনিং, ইনটেক, এসেসমেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্লানিং ও ডকুমেন্টেশন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

গত ২০ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের গ্রান্ড মিলিনিয়াম হোটেলে কলম্বো প্ল্যান কর্তৃক আয়োজিত "স্ক্রিনিং, ইনটেক, এসেসমেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং ও ডকুমেন্টেশন" বিষয়ক পাইলটিং ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিকের সহকারী পরিচালক ও কলম্বো প্ল্যানের রিজিওনাল ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও এই প্রশিক্ষণে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ ১০টি দেশের ১৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "উইমেন গাইডিং দ্যা উইমেন রিকোভারি অফ বেসিক এন্ড ফ্যামিলি সিসটেম থেরাপি কারিকুলাম ট্রেনিং ফর উইমেন কাউন্সিলর" শীর্ষক প্রশিক্ষণে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

গত ১১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে "উইমেন গাইডিং দ্যা উইমেন রিকোভারি অফ বেসিক এন্ড ফ্যামিলি সিসটেম থেরাপি কারিকুলাম ট্রেনিং ফর উইমেন কাউন্সিলর" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিকের কাউন্সিলর তুবা মুসাররাত আনসারী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও এই প্রশিক্ষণে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ ১২টি দেশের ২৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এসিসিই এবং কলম্বো প্ল্যানের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ডিএসডব্লিউ-এর উইমেন কারিকুলাম প্যানেল-এর সদস্য মারইয়ান এলবার্থ, পলা আর. কিঞ্চেন, শারলিন বেকেট ফ্রাঞ্চেস্তা এম উইলসন। প্রশিক্ষণ-এ উইমেন এন্ড সাবসটেন্স ইউজ, ইম্প্যাকট অফ পিটিএসডি ভায়োলেন্স এন্ড ট্রমা, জেন্ডার রেসপনসিভ ট্রিটমেন্ট মডেলস গ্রো ফ্যামিলি ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম, ফ্যামিলি এন্ড সাবসটেন্স ইউজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এই শিক্ষণ কীভাবে আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি তাদের চিকিৎসা কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিনিধি বাংলাদেশের মাদকাসক্তি চিকিৎসার বর্তমান প্রেক্ষাপট বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন।

আমিকের নতুন প্রকাশনা

আমিকের ৫টি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে- "এইচআইভি ও এইডস নিয়ে যত প্রশ্ন", "এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে প্রত্যাশা ও করণীয়" শিরোনামের দুটি ব্রুশিয়ার। বাংলাদেশের সেভ দ্য চিলড্রেনের সহযোগিতায় এই ব্রুশিয়ার দুটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় আমিকের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের আওতায় "স্মোক ফ্রি ইনিশিয়েটিভ অফ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন" শিরোনামে একটি ব্রুশিয়ার "পাবলিক পরিবহনে ধূমপানে জরিমানা"এবং"পাবলিক প্লেসে ধূমপানে জরিমানা" শিরোনামে আরো দুইটি স্টিকার প্রকাশ করা হয়েছে।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং পূরবী অফসেট প্রেস, ৭২৬/২৮, আদাবর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd